নাগীনির প্যাঁচ

এবার আমরা দেখব কিছু ঘটনা, জামাতি-নাগীনি অর্থাৎ রাজনৈতিক ইসলামের সপ্তরঙা আঁশভর্তি পেশীবহুল শক্তিশালী শরীর কি নৃশংভাবে পেঁচিয়ে ধরেছে বিশ্ব-নারীকে। ভুল হল, পেঁচিয়ে ধরেছে বিশ্বের মুসলিম-নারীকে। কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে অন্য নিবন্ধ থেকে, কারণ কিছু কথা বার বার বলার দরকার আছে। মুখের কথায় জামাত বিনামূল্যে যতই সরবৎ বিতরণ করুক, সুযোগ পেলেই সে কি রকম বিষাক্ত ছোবল মারে নারীদের ওপর, এগুলো তার "ইট্টুখানি" প্রমাণ। এগুলো সব এখনকার, অতীতের নির্ঘন্ট ঘাঁটলে হাজার পৃষ্ঠায় কুলোবে না। জামাত বলে যে তার বিরুদ্ধে কেউ যেন "অপপ্রচারে বিভ্রান্ত" না হয়। এটা হল মিথ্যে কথার বিশ্বরেকর্ড, প্রমান দেখুন নীচে। আমি বলি অনেক হয়েছে, জামাতের অপপ্রচারে আর বিভ্রান্ত হবেন না। নীচের ঘটনাগুলো জিজ্ঞেস করলে জামাত অবশ্যই বিদ্যুৎগতিতে দাঁড়ী-টুপি সহ নূরাণী মুখটা সলজ্জ নববধুর মত লুকিয়ে ফেলবে ঘোমটার মধ্যে। মনে রাখবেন, ওই জামাতগুলো ক্ষমতায় আসবার আগে আমাদের জামাতের মতই আল্লা-রসুলের নামে নারী-অধিকার, নারী-সম্মানের মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত। এখন সুযোগ পেয়েই ছোবল মেরেছে। চিরকাল এ দানব এই অপকর্ম করেছে তার একমাত্র কারণ হল এই যে এ না করে তার উপায় নেই। এ নিষ্ঠুরতার বীজ লুকিয়ে আছে তার দর্শনে, তার মনে, তার ধ্যানে-ধারণায়, তার সাহিত্যে। তাই জামাত ইসলামের প্রধান শত্রু, তাই জামাতকে উচ্ছেদ না করে মুসলমানদের অগ্রগগতির উপায় নেই।

1. আফগানিস্তানের গোলাম আজম।

(A) Bulletin # 118 (22 January 2004) http://www.rationalistinternational.net

১২ই জানুয়ারী ২০০৪-এ আফগান টেলিভিশন মুক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইল। গায়িকাদের উপরে বিধিনিষেধ নাকচ হইল, দর্শকগন পুলকিত বিস্ময়ে বিখ্যাত আফগান গায়িকা পারাস্তো-র (এখন অ্যামেরিকায় থাকেন) পুর্বে রেকর্ডকৃত গান দেখিলেন। কিন্তু মাত্র তিনদিনের মাথায় আফগান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক ফজ্‌ল হাদ্‌ল শিনোয়ারী এই বিধিনিষেধ আবার বিধিনিষেধ আরোপ করিলেন। তিনি "ধর্ম মন্ত্রনালয়" নামে তালেবানের কুখ্যাত "পাপ-পুণ্য ডিপার্টমেন্ট" চালু করিয়াছেন। পুরুষ শিক্ষকরা মেয়েদের পড়াইতে পারেন না, পুরুষ ডাক্তাররা মেয়েদের চিকিৎসা করিতে পারেন না, বেগানা পুরুষের সাথে কোন নারীকে দেখিলে পুলিশ তাহাদিগকে সতীত্ব-পরীক্ষায় বাধ্য করে। আন্তর্জাতিক বলয়ে প্রসংশিত নারী-মন্ত্রনালয় অসহায় ভাবে তাকাইয়া থাকে।

(B) rawa-ml@rawa.org - April 17 (Reuters)

আফিগানিস্তানের জালালাবাদ প্রদেশ রেডিয়ো ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহন সরকারিভাবে অনৈসলামিক ঘোষনা করিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছে। খবর পাঠ ও অন্যান্য সব অনুষ্ঠান এই নিষেধের অন্তর্গত।

২। দুবাইয়ের মত্যানিজামী।

বাংলা সাপ্তাহিক "দেশে-বিদেশে" ৪ এপ্রিল ২০০২ ও সাপ্তাহিক "নমস্তে ক্যানাডা" ৩১ ১মার্চ ২০০২।

দুবাই কোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়াছে যে "in order to discipline her" স্বামীর অধিকার আছে স্ত্রী-কে প্রহার

করার। তবে প্রহার এমন বেশী হইতে পারিবে না যাহাতে স্ত্রীর হাড় ক্ষতিগ্রস্ত ও শরীর বিকৃত হয়।

৩। স্পেনের সাঈদী ।

15 January 2004- http://story.news.yahoo.com/news - (Click on "World" at left, then click on "Europe Section" at right, the 5th news from top: - "Spanish Women Praise Cleric's Conviction". MADRID (Reuters).

শরীরে দাগ না রাখিয়া কিভাবে স্ত্রী-কে প্রহার করা যায়, স্বামীদিগকে এই কায়দা শিখাইতে "ইসলামে নারী" পুস্তক লিখিবার অপরাধে বার্সিলোনা কোর্ট পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করিয়া ইহার লেখক ইমাম মুস্তফা-কে ১৫ মাসের কারাদন্ড দিয়াছেন ও ২৭৪২ পাউন্ড জরিমানা করিয়াছেন। আদালতে মুস্তফা এই বলিয়া বিবৃতি দেয় যে, সে কোরাণ মোতাবেকই লিখিয়াছে।

৪। ফ্রান্সের আমিনী।

http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/04/20/france.religion.reut/index.html
Reuters April 20, 2004

পূর্ব-ফ্রান্সের লিয়ন অঞ্চলের ইমাম আবদেল কাদেরকে ফ্রান্স সরকার গ্রেপ্তার ও দেশে ফেরৎ পাঠাইবার আদেশ জারী করিয়াছে। কারণ সে বলে যে জ্বেনাকারিনী স্ত্রীদিগকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড বা বেত্রাঘাতের বিধান ইসলামে গ্রহণযোগ্য (এ সাইটের "পাথর" নিবন্ধে দেখুন এ আইন কোরাণের কি নির্লজ্জ বরখেলাফ) ...... মাসিক লিয়ন ম্যাগাজিনকে সে বলিয়াছে যে, অবিশ্বাসিনী স্ত্রী-র মুখ ব্যতীত শরীরের অন্যস্থানে প্রহার করিবার অনুমতি কোরান স্বামীদিগকে দিয়াছে।

৫। মালয়েশিয়ার "শায়খুল হাদিস"।

(A) World News - July 27, 2003 - 16:11 (SMS: – "Short Messaging System - সংক্ষিপ্ত সংবাদ মাধ্যম" - কোন ছোট্ট কাগজে বা টেলিফোনের অ্যানসারিং মেশিনে)।

মালয়েশিয়ার গম্বাক তিমুর শারিয়া কোর্টের বিচারক মোঃ ফৌজি ইসমাইল রায় দিয়াছেন যে, দম্পতি শামসুদ্দীন লতিফ ও আজিদা ফাজলিনা'র তালাক হইয়া গিয়াছে। আবদুল লতিফ টেলিফোনের অ্যানসারিং মেশিনে বলিয়া রাখিয়াছিল যে, "তুমি যদি পিতৃগৃহ ত্যাগ না কর তবে তোমাকে তালাক দিব"।

(B) Jaclyn Kee, Communications Officer, Women's Aid Organization, P.O. Box 493, Jalan Sultan, 46760 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Tel: +60-3 - 7956 3488 Fax: +60-3 - 7956 3237, www.wao

তেরেংগানু প্রদেশের সংসদ হুদুল আইনের নির্ঘন্ট করিয়াছেন। .... ধর্ষণের আইনে বলা হইয়াছে যে, ধর্ষিতা যদি ধর্ষনের প্রমাণ আনিতে ব্যর্থ হয়, তবে অপবাদে অপরাধে তাহার ৮০ বেত্রাঘাত হইবে। কোন অবিবাহিতা যদি গর্ভবতী হয় তবে ধর্ষিতা হইলেও (প্রমান না আনিতে পারিলে) সে জ্বেনা করিয়াছে ধরা হইবে। ধর্ষণের প্রমান হিসাবে চারজন বয়স্ক মুসলিম চাক্ষুষ সাক্ষী আনিতে হইবে। জ্বেনার জন্য অবিবাহিতের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত, ও বিবাহিতের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। এই ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্যও গ্রহনযোগ্য নহে।

৬। ইরাণের ওবায়দুল হক।

www.womeniniran.org/english.htm

(A) (সংক্ষিপ্ত) ইরাণের শ্রম-মন্ত্রনালয় ৩০০টি চাকুরীর মধ্যে ২৮৮ টি পুরুষ ও ১২ টি নারীর জন্য বরাদ্দ করিয়াছে।

(B) (সংক্ষিপ্ত) লায়লা ফাত্হি নামে ১১ বছরের বালিকাকে ধর্ষন ও হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত তিন ব্যক্তির একজন কারাগারে অত্মহত্যা করে। বাকী দুই জনের মৃত্যুদন্ড হইয়াছে। অপরাধীদের রক্তমুল্যের জন্য আদালতের রায় অনুযায়ী লায়লার পরিবারকে ১৮০০০ ডলার (বাংলাদেশের দশ লক্ষ আশী হাজার টাকা) দিতে হইবে কারণ অপরাধী পুরুষের রক্তমুল্য নারী লায়লার রক্তমুল্যের দ্বিগুন। লায়লার পরিবারের উকিল শিরিন এবাদী এ বৎসরের নোবেল পুরষ্কার পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ওই পরিমাণ টাকার ব্যবস্থা করিতে লায়লার দিনমজুর বৃদ্ধ পিতা ও পঙ্গু ভাই তাহাদের বাড়ী বিক্রয় করিয়াছে ও কিডনী বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

৭। ক্যানাডার আহসান মুজাহিদ।

TVO-TV, STUDIO 2, Aired on Friday 23rd - 8 pM.

টরন্টোর সালাহুদ্দীন ইসলামিক কেন্দ্রের ইমাম আলী হিন্দী বারবার বলিয়াছেন যে টরন্টোতে বহুবিবাহের ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তিনি তাহা সমর্থন করেন, নিজেই সেই বিবাহ পড়াইয়াছেন, এবং ইহাই আল্লাহ'র ইচ্ছা। তিনি ইহাও বারবার বলিয়াছেন যে পুত্রসন্তান কন্যাসন্তানের দ্বিগুন উত্তরাধিকার পায়, ইহাই আল্লাহ'র ইচ্ছা, পুত্র সন্তান দ্বিগুনেরও অধিক পাইতে পারে ইহা ব্যতীত আর কোন রকম আলোচনার অবকাশ নাই, এবং ইহাতে কন্যাসন্তানের আপত্তি করার স্বাধীনতা থাকিলেও আপত্তি করিলে কন্যাসন্তান আল্লাহ'র বিরুদ্ধে যাইবে। (আমার কথাঃ- বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিশেষজ্ঞ ডঃ আবদুল আজিজ সাচেদিনা টরন্টোর বক্তৃতায় বলেছেন, উত্তরাধিকারের আইনটি আরবে তখনকার গোত্রভিত্তিক সমাজের জন্য প্রযোজ্য ছিল যখন গোত্রের বাইরে মেয়ের বিয়ে হত এবং তাতে তার উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পত্তি গোত্রের বাইরে চলে যেত। অর্থাৎ এ আইন চিরকালের জন্য নয়)।

৮। পাকিস্তানের "মওলানা" মান্নান।

(A) http://www.rationalistinternational.net Bulletin # 115 (19 October 2003)

"ইসলামের অত্যচ্চ মুল্যবোধ" বজায় রাখিবার জন্য পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের মুত্তাহিদা মজলিসে আমল সরকার আইন করিয়া পুরুষ টেকনিশিয়ান দ্বারা মহিলাদের ই-সি-জি এবং আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষা নিষিদ্ধ করিয়াছে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক মওলানা গুল নসিব খান বলেন যে, ইহা দ্বারা তাহারা মহিলাদের দেহ হইতে যৌন উত্তেজনা পাইতে পারে। কিছু মহিলাও এই বাহানায় পুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে। সারা প্রদেশে মহিলা ই-সি-জি টেকনিশিয়ান আছেন মাত্র একজন, এবং আলট্রাসাউন্ড টেকনিশিয়ান একজনও মহিলা নাই। বেলুচিস্তান প্রদেশেও এই আইন জারী হইয়াছে।

(B) Tyranny of Hudood Laws (SHARIA) - (Excerpt). By Dr Farzana Bari, Acting Director, Centre for Women's Studies, Quaid-e-Azam University, Islamabad. The essay was published in The News, Karachi, Pakistan on Tuesday May 14, 2002. The writer can be reached at pattan@comsats.net.pk "The law is extremely unjust and gender biased. It equates rape with adultery and extends the requirement of four adult Muslim male witnesses to prove adultery to the cases of rape as well. .... This means in practice that the law protects rapists. Also, it excludes the testimony of women and minorities in awarding Hudood punishment".

"এই আইন অত্যন্ত অন্যায় এবং লিঙ্গের ব্যাপারে ভারসাম্যহীন। ইহা পরকীয়া ও ধর্ষনকে একই চোখে দেখে। পরকীয়ার প্রমাণে যে সাক্ষ্য প্রয়োজন, অর্থাৎ চারিজন মুসলমান বয়স্ক পুরুষ, তাহা ধর্ষনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে। .... অর্থাৎ বাস্তবে ইহা ধর্ষনকারীকে রক্ষা করে। ইহা হুদুদ শাস্তির ক্ষেত্রে নারী ও অমুসলমানের সাক্ষ্যকে স্বীকার করে না।"

এই হল জামাতের আসল চেহারা। ক্ষমতায় আসবার আগে ওরাও আমাদের গো'আজম আর মত্যানিজামীদের মত অসম্ভব সুন্দর সুন্দর কথা বলত, ন্যায়ের স্বপ্ন দেখাত। আর ক্ষমতায় গিয়েই উল্টো মেরে আসল রাক্ষসের চেহারাটা দেখিয়েছে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে ওসব দেশের, এখন শারিয়ার অভিশপ্ত অচলায়তন উপড়ে ফেলতে ওদের লড়াই করতে হচ্ছে, প্রাণান্ত হতে হচ্ছে। এসব বাস্তব ঘটনায় এটাই প্রমান হয় যে জামাত কোন ধর্মই নয়। ওটা হল ভয়ংকর একটা নারী-বিরোধী কাল্ট, একটা মারাত্মক অপবিশ্বাস। তার আঁশভর্তি পেশীবহুল শরীরের সুকঠিন প্যাঁচে প্যাঁচে মুসলিম নারীদের সর্বনাশ করে ছেড়েছে সে গত তেরো'শ বছর। জামাত সর্বক্ষন যে শান্তির কথা বলে বলে মুখে ফেনা তুলে বেড়ায়, তা হল গোরস্তানের শান্তি।

মানবাধিকারের গোরস্তান, পাঠক! এ নাগিনীর প্যাঁচে একবার পড়লে আর রক্ষা নেই।